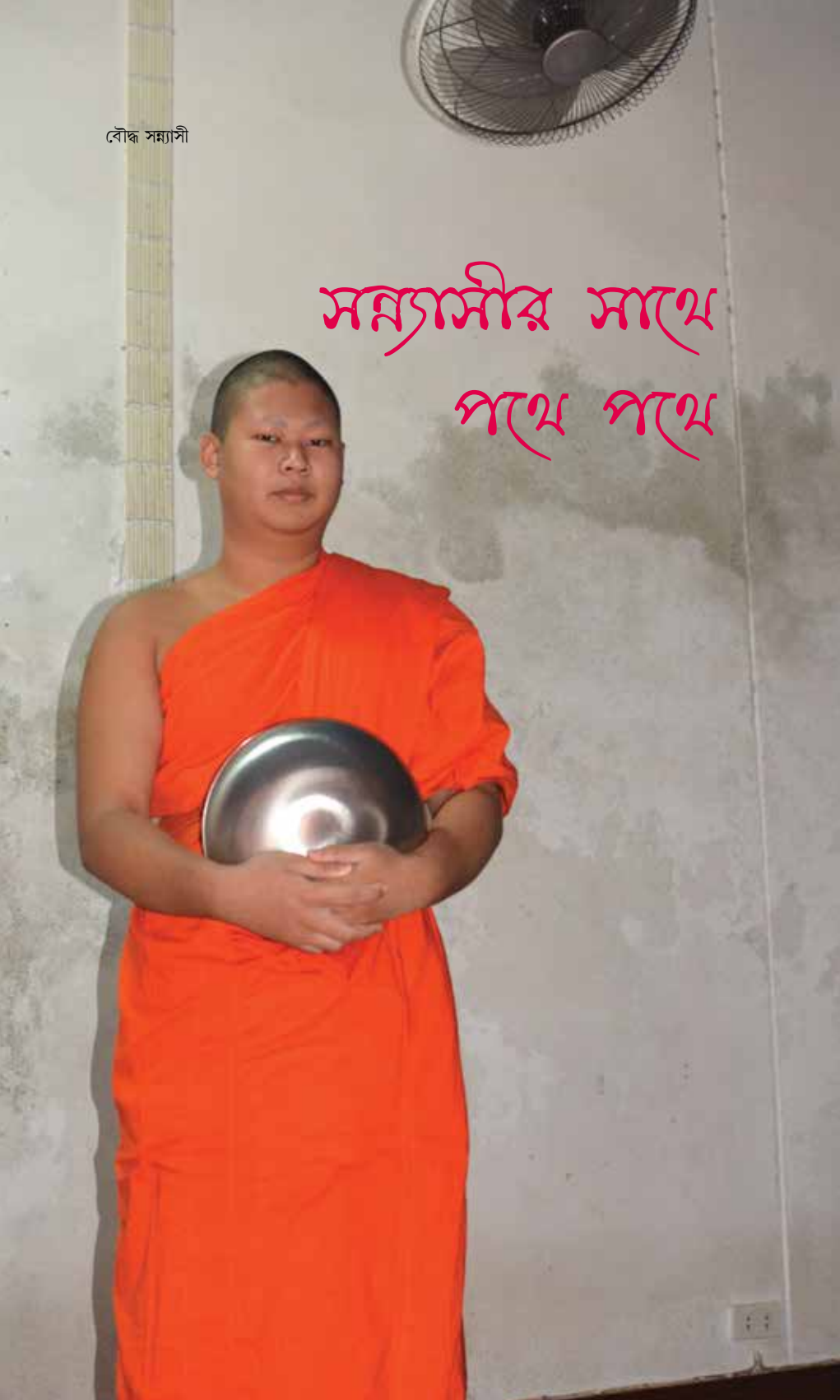

বৌদ্ধ সন্ন্যাসী

সন্ন্যাসীর সাথে পথে পথে

রাতের আঁধার তখনও কাটেনি, সূর্য ওঠার আরও ঘণ্টা খানেক দেরী আছে। ফেব্রুয়ারি মাস, ঘড়ির কাঁটা ৬টা ছোঁয়নি। ঠিক সেই সময় আমি রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলাম। আমার জ্যাকেটের উপর ঘাড়ের কাছ দিয়ে মৃদু মন্দ বাতাস মর্মর ধ্বনি তুলে বয়ে যাচ্ছিল। রাজপ্রাসাদ আর শায়িত বুদ্ধের মন্দির সংলগ্ন শহরের এই অংশটা আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই দারুণ ব্যস্ত হয়ে পড়বে। আমার সামনের রাস্তা দিয়ে গোলাপি রঙের একটা ট্যাক্সি দ্রুত চলে গেলো। ফাঁকা ফুটপাত জুড়ে স্তব্ধতা। আমি হারিয়ে যাইনি, রাস্তার সেই কোণে দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম, এখান থেকে আবার কিভাবে আমি আমার হোটেলে ফিরে যেতে পারবো।

রাস্তার অন্য পারে দেখলাম ন্যাড়া মাথার একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী, পরনে কমলা রঙের কাপড়, খালি পায়ে হেঁটে চলেছেন। তার ডান হাতটা কাঁধ থেকে ঝুলে থাকা কমলা রঙের একটা থলের উপর রাখা। তার থলের ভেতর একটা ধাতব পাত্র, ওই পাত্রেই তিনি সেদিনের নৈবেদ্য বা ভক্তদের দান সংগ্রহ করবেন। সন্ন্যাসীর নাম সতাবত। আমি হঠাৎ করেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, সন্ন্যাসীকেই অনুসরণ করব। ব্যাংককের রাস্তায় রাস্তায় তার নৈবেদ্য সংগ্রহ করা দেখব। তারপর তার পিছু পিছু তার বাসভবনে চলে যাবো। সন্ন্যাসীরা তাঁদের আহার শেষ করার পর মন্দিরের সেবাদাসদের সাথে বসে সংগ্রহ করা অবশিষ্ট খাবার দিয়ে সকালের জলযোগ সারব।

দেখলাম, কালো কোঁকড়া চুলের ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি লম্বা এক ব্যক্তি ইতিমধ্যে রাস্তা পার হয়ে বাঁদিকে ঘুরে সন্ন্যাসীর পিছু নিয়েছে। কালো চুলের ব্যক্তিটির কাছে যেতে আমিও রাস্তা পার হতে শুরু করলাম। আসলে তিনি আমার এবারের এই বিশেষ অভিযানের ট্যুর গাইড! একে আমি খুঁজে পেয়েছিলাম একটা ওয়েবসাইটে, যেখানে তিনি নিজের নাম 'মিস্টার বিগ' বলে তালিকাভুক্ত করে রেখেছেন।

আমাদের এই বিশেষ অভিযানটা অবশ্য শুরু হয়েছে সেই ভোর ৫ টায়। হোটেলের অভ্যর্থনা কক্ষে মিস্টার বিগের সাথে আমার সাক্ষাৎ হল ঠিক ৫ টায়। তারপর একটা ট্যাক্সি নিয়ে আমরা সোজা চলে আসি রাস্তার ধারের শায়িত বুদ্ধ মন্দিরের পাশে সন্ন্যাসীদের বাড়ির সামনে। পথে আসতে আসতে আমার গাইড আমার সম্ভাব্য অভিজ্ঞতা সম্পর্কে আগে ভাগে জানিয়ে রেখেছিল। গাইড আমাকে আরও জানিয়েছিল যে, সে সন্ন্যাসীদের আবাসিক ভবনের একজন সহকারী এবং আমি তার ভূমিকার একটা অংশ হিসেবেই যোগ দিতে যাচ্ছি।

▲ ভিক্ষার দান

ট্যাক্সি থেকে আমরা নেমে দাঁড়ালাম বাদামী দরজা সংযুক্ত একটা সাদা দেওয়ালের সামনে। সেই আঁধারের মাঝেই দেখলাম রাস্তার পাশের খাবার বিক্রেতারা তাদের দোকানগুলো সাজানোয় ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। হলুদ দেওয়াল আর সাদা ছাদওয়ালা একটা বাড়ি দেখিয়ে মিস্টার বিগ বলে উঠলো- "এটা সন্ন্যাসীদের বিদ্যালয়। এখানে তাদের প্রথমে পালি ভাষা শিখতে হয়।"

আমি তাকে শুধালাম, "পালি! কেন?"

উত্তরে শান্ত কণ্ঠে সে জানালো, "পালি ভাষাতেই বৌদ্ধ ধর্মের প্রাচীন গ্রন্থগুলো লেখা হয়েছে।" তারপর সে আরও জানালো, "থাই ভাষাটা মূলত ভারতের পালি ও সংস্কৃত ভাষা থেকে নেওয়া হয়েছে। এমনকি ভারতের তামিল ভাষার বর্ণমালার সাথে আমাদের বর্ণমালার সাদৃশ্য দেখা যায়।"

সেদিন আমি এমনই বেশ কিছু নতুন তথ্য প্রথম জানলাম। এরপর তাকে সন্ন্যাসীদের জীবন সম্পর্কে আরও কিছু জানাতে বললাম। যে কেউ চাইলে যেকোন সময়েই একজন সন্ন্যাসী হতে পারে। তবে আশা করা হয় যে প্রত্যেক পুরুষ তার জীবনের কিছু সময় সন্ন্যাসব্রত পালন করবে। বিশেষ করে রাজপুরুষদের ক্ষেত্রে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একজন রাজপুত্র রাজা হবার আগে অন্তত এক মাস সন্ন্যাসী হিসেবে জীবনযাপন করবে আশা করা হয়। মিস্টার বিগ তার কপালের উপর ঝুলে থাকা লম্বা কোঁকড়া চুল পিছনে সরিয়ে দিয়ে কোমল কণ্ঠে বলতে লাগলো, "থাইল্যান্ডের রাজা হবার আগে আমাদের

বর্তমান রাজা চতুর্থ রাম ২৭ বছর যাবত সন্ন্যাসজীবন যাপন করেছেন।" এই কথা শুনেই আমার মুখ ফোঁসকে বেরিয়ে গেলো, "রাজাদের নাম সবসময়ই কেন রাম হতে হবে?"

মিস্টার বিগ হেসে জানালো, "আমরা বিশ্বাস করি যে ভগবান ইন্দ্র এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রধান শক্তি এবং থাইল্যান্ডের মাটি ও মানুষের ত্রাণকর্তা। ভগবান ইন্দ্রই আমাদের রাজা এবং আমাদেরকে রক্ষা করে চলেছে। আর এভাবেই থাইল্যান্ডের রাজার নাম রাম হয়ে আসছে।"

সাদা দেওয়ালের বাইরে ভোর রাতের সেই অন্ধকারে আমি তন্ময় হয়ে মিস্টার বিগের কথা শুনতে লাগলাম। থাইল্যান্ডের জীবনে রাজতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ও অবস্থান সম্পর্কে সে আমাকে বিশদ বর্ণনা দিতে থাকলো। সাথে থাই সমাজে রাজতন্ত্রের অত্যন্ত ইতিবাচক ভূমিকার কথাও জানালো।

মিস্টার বিগ একসময় এগিয়ে গিয়ে সেই বাদামী দরজাটা খুলতেই আমরা দুজন সন্ন্যাসীদের আবাসিক এলাকায় প্রবেশ করলাম। সামনে প্রায় ১০০ মিটার দীর্ঘ একটা সরু পথ দেখতে পেলাম। পথের দুপাশে সারি সারি সাদা রঙের একতলা বাড়ি। তার ফাঁকে ফাঁকে তিন ফুট উঁচু সাদা পাত্রে ছোট ছোট সবুজ গাছ। কমলা রঙের কাপড় গায়ে এক সন্ন্যাসী খালি পায়ে হেঁটে যাচ্ছিল। মিস্টার বিগ বাঁ দিকের একটা বাড়ির নীল রঙের কাঠের দরজা ঠেলতেই আমরা আবাসিক এলাকার একটা চত্বরে ঢুকে পড়লাম। প্রতিটা আবাসিক ভবনের সামনের দিকে দুই ফুট উঁচু ছোট্ট একটা বারান্দা। আমি মিস্টার বিগের সাথে বসে পড়লাম, একে একে সন্ন্যাসীদের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে তাদের প্রতিদিন ভোরের রুটিন কাজের প্রস্তুতি দেখতে লাগলাম। সূর্য ওঠার আগেই তাদেরকে ভক্তদের কাছে পৌঁছাতে হবে। মিস্টার বিগ জানালো, "তারা সাধারণত রান্না করা খাবার, ফলমূল ও সব্জি পেয়ে থাকেন।" সন্ন্যাসীরা তাদের নির্ধারিত পথেই প্রতিদিন যাত্রা শুরু করে। সাধারণ মানুষ নির্ধারিত কিছু স্থানে তাদের দানের সামগ্রী নিয়ে সন্ন্যাসীদের অপেক্ষায় থাকে। আমার গাইড আরও জানালো, "সন্ন্যাসীরা তো খালি পায়েই পথে নামে, তবে তুমি খেয়াল করে দেখবে যে ভক্তরাও সন্ন্যাসীদের কাছে নিজেদের খাবার সামগ্রী দেওয়ার সময় নিজেদের জুতোগুলোও খুলে রাখে।"

আমরা সতাবতের আসার অপেক্ষায় ছিলাম। তিনি আসতেই মিস্টার বিগ তার সাথে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলো, সতাবতের হাসিতে পরিপূর্ণ প্রশান্তির আভা দেখলাম। সতাবত দরজার দিকে এগোতেই আমি একটু থেমে আমার সামগ্রিক অভিজ্ঞতার অনুভূতিটা উপভোগ করতে লাগলাম।

▲ দানসামগ্রী

মিস্টার বিগ দুটো কাপড়ের থলে হাতে নিয়ে একটি নিজের কাঁধে ঝুলিয়ে অন্য একটি হলুদ রঙের থলে আমাকে দিয়ে মজার ভঙ্গিতে বলল, "তুমি আজ আমার সহকারী হিসেবে কাজ করবে।"

হেঁটে হেঁটে শহর ঘুরে দান সংগ্রহকালে সন্ন্যাসীর পাত্রটি আহারদ্রব্যে পূর্ণ হয়ে গেলে সে মিস্টার বিগকে অতিরিক্ত খাবার বহন করতে দেবে। একইভাবে মিস্টার বিগও তার অতিরিক্ত সংগ্রহ আমার পাত্রে জমা করবে। মিস্টার বিগ আমাকে আগেই জানিয়েছিল যে আহার্য সংগ্রহের এই পুণ্যময় অভিযান ১ ঘণ্টার মত চলবে। মিস্টার বিগকে আমি হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসলাম, "আচ্ছা, যেসব সন্ন্যাসীদের তোমার মত সহকারী নেই, তাদের গতি কী?" উত্তরে সে জানালো, "প্রত্যেকেই তার নিজের সর্বোচ্চ সাধ্যমত খাবার সংগ্রহ করে নিজেদের আবাসস্থলে ফিরবে। তারপর সবার সংগ্রহ করা খাবার একত্রে জমা করে সেখান থেকে সবাইকে ভাগ করে দেওয়া হবে।"

আমরা রাস্তার প্রথম সংযোগ স্থলে পৌঁছাতেই সত্যবত থেমে গেলো। একজন বয়স্ক মহিলা তার কাছে এগিয়ে এসে পায়ের জুতো খুলে সত্যবতকে কুর্নিশ করে সবুজ নাশপাতি আর আপেল ভরা একটা প্লাস্টিক ব্যাগ এগিয়ে দিলো। রাস্তা ধরে কিছুক্ষণ এগোতেই সত্যবতের পাত্রটি পূর্ণ হয়ে গেলো। এবার মিস্টার বিগ নিজের ব্যাগে কিছু দ্রব্য রেখে আমার দিকে কমলালেবু জুসের কিছু

বোতল এগিয়ে দিলো ব্যাগে রাখতে। এরপর আমি মিস্টার বিগের সাথে সতাবতকে অনুসরণ করে চলতে লাগলাম। সতাবত আমাদের থেকে প্রায় ১০ ফুট সামনে ছিল। এবার আমার গাইড বলল, "আমাদের পরের গন্তব্য একটা বাজার এবং সেখানে সাধারণ মানুষের ভিড় থাকবে। সাধারণত যেসব লোক বাড়ির খাবার দেয় না, তারা এখানে এসে সন্ন্যাসীদের দেওয়ার জন্য কিছু কিনে অপেক্ষা করে।"

রাস্তার অন্য পাশে দেখলাম, একজন সন্ন্যাসী তাদের আবাসস্থলের দিকে ফিরে যাচ্ছে। তার দুই হাতে সংগ্রহ করা দ্রব্যে ভরা দুটো প্লাস্টিক ব্যাগ, এমনকি কাঁধ থেকে ঝুলে থাকা পাত্রটিও পরিপূর্ণ।

এক ঘণ্টা পর আমরা সন্ন্যাসীদের আবাসস্থলে ফিরে বারান্দায় বসলাম। এই পর্যন্ত যত খাবার সংগ্রহ করা হয়েছে, সেসব ছড়িয়ে রাখা হয়েছে বারান্দার উপর। সেখানে সহকারীরা বিভিন্ন রকম খাবার বাছাই করে আলাদা করে রাখছে।

একপাশে বেশকিছু হলুদ রঙের পাত্র গাদা করে রাখা। সেগুলোর কয়েকটিকে খাবারে পূর্ণ করা হয়েছে। খাবারপূর্ণ পাত্রগুলোর একটিকে দেখিয়ে মিস্টার বিগ আমাকে বলল, "ওই যে বাদামী ঝোলের মাঝে সিদ্ধ করা দুটো ডিম রয়েছে যে পাত্রে, সেখানে কিন্তু এক টুকরো মাংসও আছে এবং খাবারে বাড়তি সুগন্ধ যোগ করতে সেখানে বড় এক টুকরো দারুচিনিও আছে, খাবারটিকে পালো বলে।" সকালের জলখাবার হিসেবে খাবারটি বেশ জনপ্রিয়। মিস্টার বিগ সংগ্রহ করা বিভিন্ন খাবারের বর্ণনা দিচ্ছিল আর আমি সেগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিলাম। অবশ্য আমার মনে তখন সতাবতের সাথে সাক্ষাৎ থেকে শুরু করে তার পদচিহ্ন ধরে গত দেড় ঘণ্টার অনন্য সব অভিজ্ঞতা ভিড় করে আসছিল।

আমি জানতাম মাত্র এক যাত্রায় এই অসাধারণ অভিজ্ঞতার যাবতীয় খুঁটিনাটি আমার পক্ষে ধরে রাখা সম্ভব নয়। তাই এই শহরে আমার পরবর্তী কোন সফরে আবার একজন সন্ন্যাসীকে অনুসরণ করব, মনে মনে আরও একটি ভ্রমণের ফন্দি আঁটছিলাম।

প্রয়োজনীয় তথ্য

যে ওয়েবসাইটে আমি এই ব্যক্তিগত ভ্রমণের সন্ধান পেয়েছিলাম তার ঠিকানা- www.withlocals.com